দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ : 3 AUG 2008
পৃষ্ঠা : ৩ কলাম : ৭

চবি শিবির কর্মী হত্যা মামলা

বিশ বছর পর খালাস পেলেন ছাত্র ঐক্যের ১৮ নেতা

চট্টগ্রাম ব্যুরো : দীর্ঘ ২০ বছর পর শিবির কর্মী আমিনুল ইসলাম হত্যা মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী ড. হাসান মাহমুদসহ আশির দশকের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ১৮ জন শীর্ষ নেতা। গতকাল (মঙ্গলবার) চট্টগ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে মোঃ শামসুর রহমান চাঞ্চল্যকর এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় সব আসামীকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরের ক্যাডারদের সাথে তৎকালীন সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সংঘর্ষের জের ধরে ১৯৮৮ সালের ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় অজ্ঞাতনামা আততায়ীদের ছুরিকাঘাতে চট্টগ্রাম নগরীর রেল স্টেশনে খুন হয় শিবির কর্মী আমিনুল ইসলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র আমিনুল ইসলাম কুমিল্লার কোতোয়ালি থানাধীন কমলপুর গ্রামের আবদুল হামিদের পুত্র। এই ঘটনায় রেল স্টেশন কর্মকর্তা আবু তাহের বাদী হয়ে জিআরপি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। একই বছরের ২০ ডিসেম্বর জিআরপি থানা পুলিশের এসআই নূর আহমদ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের ১৮ জন শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। বিগত ২০০৫ সালের ২০ মার্চ আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে মামলার বিচার শুরু হয়। ৩ বছরে মোট ২০ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ৪ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

বেকসুর খালাসপ্রাপ্তরা হলেন তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি একরাম হোসেন, ছাত্রলীগের সভাপতি অভিজিত ধর বাপ্পী, ছাত্রলীগ নেতা শফিউল বশর, হাসান মাহমুদ, নজরুল আলম শাহীন, মোহাম্মদ শামীম ও মোহাম্মদ হোসেন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট নেতা শমসের হায়দার কাদেরী, জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা মোকাদ্দেস আলী মজুমদার শাহীন, ছাত্রমৈত্রীর বিধান রায়, জাসদ ছাত্রলীগের তরিকুল ইসলাম, শরীফ হাসান ইকবাল, হুমায়ুন কবির, সোলায়মান ফরিদ, ময়েজ উদ্দিন, ফকির আবুল কালাম, আরিফুল ইসলাম ও মোমিন হক জীবন। আসামীদের পক্ষে এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, এডভোকেট আক্তার কবির চৌধুরী, নিতাই প্রসাদ ঘোষ মামলা পরিচালনা করেন।